সিভিল সোসাইটি টুলকিট

প্রসঙ্গে

ন্যায়বিচারের সুযোগ

আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য

ভূমিকা 2

ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন এবং আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানী প্রক্রিয়া 3

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) 4

ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস (ICJ) 6

সার্বজনীন বিচারিক এখতিয়ার 7

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবিক আইনের গুরুতর অবমাননার জন্য ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা কামনায় সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য আগ্রহী পক্ষগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তার মধ্যে, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজ: (1) আদালতে যাবার জন্য ক্ষতিগ্রস্থদের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতে পারে; (2) আদালত এবং তদন্ত কর্মীদের যে প্রেক্ষাপটে আইনের লঙ্ঘন ঘটেছে তা বুঝতে সাহায্য করে; (3) ন্যায়বিচার পাবার নিমিত্তে ন্যায্য এবং আরও কার্যকর উপায়ের জন্য উকিল; বা (4) চলমান আদালতের মামলাগুলি পর্যবেক্ষণ করে।

এটি ইউনাইটেড নেশনস ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন এবং **ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিভ মেকানিজম**, দ্যা **ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট** এবং দ্যা **ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের কাজের** সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়**,** এর সাথে সাথে সার্বজনীন এখতিয়ারের অধীনে মামলাগুলো আনার ক্ষমতা রাখে**।**

আমরা এই টুলকিটটি আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতার বিষয়ে আগ্রহী যে কারও জন্য কাজে আসুক তা চাই। আইনজীবী, ক্রিয়াকলাপ এবং ভিকটিম-সারভাইভার সংস্থা এবং অন্যান্যদের সহ সকল আগ্রহী পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করতে এটি 'সুশীল সমাজ' শব্দটি ব্যবহার করে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন: এই টুলকিটে থাকা কিছুই আইনি পরামর্শ হিসাবে দেওয়া হয় না।

এই বিষয়বস্তুটি তৈরি করেছে এশিয়া জাস্টিস কোয়ালিশন সেক্রেটারিয়েট। এটা সব সদস্যের মতামত বা অবস্থান প্রতিফলিত করার জন্য ব্যবহার করা উচিৎ নয়।
শেষ আপডেট মার্চ ২০২৪।

ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন এবং আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানী প্রক্রিয়া

(মিশন এবং প্রক্রিয়া)

ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন/ তদন্ত কমিশন এবং অনুসন্ধানী মেকানিজম (মিশন এবং মেকানিজম) আদালত নয়; তাদের উদ্দেশ্য হলো আইন-অমান্য হওয়ার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এবং মানবিক আইন লঙ্ঘন সম্পর্কিত তথ্য নথিভুক্ত করা বা সংগ্রহ করা। এই তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে: লঙ্ঘনের ধরন বা ব্যাপকতা সম্পর্কিত অনুসন্ধান করা; এই ফলাফলগুলি সমাধানের জন্য সুপারিশ করুন; লঙ্ঘন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মনোযোগ বাড়াতে; এবং, তদন্তমূলক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে, বিচারে ব্যবহারের জন্য আদালতে তথ্য সরবরাহ করুন।

মিশন ও মেকানিজম বোঝা

ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন বা তদন্ত কমিশন

আন্তর্জাতিক ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন এবং তদন্ত কমিশনগুলি হলো অস্থায়ী, অ-বিচারিক সংস্থাগুলি আদেশপত্র সহ তদন্ত করার জন্য, অনুসন্ধানে পৌঁছাতে এবং কথিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এবং মানবিক আইন লঙ্ঘন বিষয়ে সুপারিশ করতে। জাতিসংঘের সংস্থাগুলি যেমন সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ বা মানবাধিকার কাউন্সিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাদের আদেশপত্রগুলি সাময়িক এবং ভৌগলিক পরিধিতে, সেইসাথে বিষয়বস্তু এবং তদন্তের কেন্দ্রে অভিনেতাদের মধ্যে পৃথক হয়, ম্যান্ডেটিং কর্তৃপক্ষের দ্বারা যেমনটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

তারা অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বিচারের অগ্রদূত হিসাবে কাজ করতে পারে বা বৃহত্তর সত্য বলার প্রক্রিয়াগুলির জন্য ভিত্তি স্থাপন করতে পারে।

তারা সাধারণত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের একটি পেশাদার সমিতি বা 'সদস্যদের' নেতৃত্বে থাকে, যাদের আন্তর্জাতিক আইনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। সদস্যদের স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ, পাশাপাশি উচ্চ নৈতিক চরিত্রের হবে বলে আশা করা হয়। যাইহোক, মিশন বা কমিশনের নিয়োগপত্রে অধিকাংশ সময় প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপটে অভিজ্ঞতা বা তাদের প্রায়শই প্রাসঙ্গিক স্থানীয় ভাষার দক্ষতা থাকতে হবে তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেননা।

সাম্প্রতিক 'ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশনের' উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে: মিয়ানমার, ভেনিজুয়েলা এবং লিবিয়া। সাম্প্রতিক 'তদন্ত কমিশন' এর মধ্যে রয়েছে: সিরিয়া, ডিপিআরকে, বুরুন্ডি এবং দক্ষিণ সুদান।

অনুসন্ধানী প্রক্রিয়া

ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন এবং তদন্ত কমিশনের মতো, আন্তর্জাতিক তদন্তকারী প্রক্রিয়াগুলি অস্থায়ী, অ-বিচারিক সংস্থাগুলি মানবাধিকার এবং মানবিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ পরিষদ এবং মানবাধিকার কাউন্সিলের মতো জাতিসংঘের সংস্থাগুলির দ্বারা তদন্তমূলক প্রক্রিয়াগুলিও বাধ্যতামূলক, এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কর্মী নিয়োগ করা হয় যা ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন/কমিশনের মতোই প্রয়োজনীয়।

যাইহোক, তদন্তমূলক প্রক্রিয়াগুলি ভবিষ্যতে ফৌজদারি বিচারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। 'কেস ফাইল' একত্রিত করার জন্য সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্য তদন্তমূলক প্রক্রিয়াগুলিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যা বিচারের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক আদালতে দেওয়া যেতে পারে।

অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ার উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে সিরিয়া(2016 সালে প্রতিষ্ঠিত), ইরাক(2017), এবং মিয়ানমার(2018)।

নিযুক্ত হওয়ার আগে সুশীল সমাজ কী বিবেচনা করতে পারে?

মিশন বা প্রক্রিয়ার সাথে সুশীল সমাজের সম্পৃক্ততা খুব মূল্যবান হতে পারে। যাইহোক, সমস্ত সুশীল সমাজের অভিনেতাদের তাদের কাজ কীভাবে ব্যবহার করা হবে সে সম্পর্কে অবশ্যই একটি স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এর কারণ হল সেই তথ্য শেয়ার করার পরে কীভাবে ব্যবহার করা হয় তা সুশীল সমাজ তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। অধিকন্তু, মিশন বা প্রক্রিয়াগুলি সাধারণত তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত নাগরিক সমাজকে তহবিল বা নিরাপত্তা প্রদান করবে না।

নাগরিক সমাজটি মিশন বা প্রক্রিয়াগুলিকে নিম্নলিখিতগুলি ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে পারে:

- আপনি কি ধরনের তথ্য সংগ্রহ করছেন? তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন এমন দলিলের খসড়া আপনার আছে কি?
- আমরা আপনাকে যে তথ্য প্রদান করছি তা আপনি কীভাবে ব্যবহার করবেন? আমরা যে তথ্য প্রদান করি সে সম্পর্কে আপনি কি প্রতিক্রিয়া জানাবেন?
- আমরা আপনাকে যে তথ্য সরবরাহ করি তা আপনি কতদিন সংরক্ষণ করবেন?
- আপনি যখন আমাদের প্রদান করা তথ্য ব্যবহার করছেন বা কাজ করছেন তখন আপনি কি আমাদের অবহিত করবেন?
- আপনি কি আমাদেরকে আপনার অগ্রগতি সম্পর্কে হালনাগাদ করবেন? যদি তাই হয়, কতবার?
- আপনি কি প্রকাশ্যে প্রতিবেদন করবেন? যদি তাই হয়, কখন?
- (যদি ক্ষতিগ্রস্ত/সাক্ষীর বিবৃতি প্রদান করেন) আপনি কি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন যদি আপনি ক্ষতিগ্রস্থদের বা সাক্ষীদের সাথে যোগাযোগ করতে চান যাদের কাছ থেকে আমরা বিবৃতি নিয়েছি?
- আমরা যাদের তথ্য প্রদান করছি তাদের তথ্য এবং/অথবা পরিচয় রক্ষা করার জন্য আপনার কাছে কী সুরক্ষা রয়েছে? আমাদের কর্মী/স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্য থেকে?
- আমরা কিভাবে আপনাকে প্রতিক্রিয়া/সুপারিশ দিতে পারি?

একটি মিশন বা প্রক্রিয়াকে এই ধরনের তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য তথ্য সংগ্রহকারী সুশীল সমাজের উচিৎ 'কোন ক্ষতি না করা'। এর অর্থ হল ঝুঁকি কমানো: (1) যারা তথ্য প্রদান করে; (2) তথ্য ; এবং (3) যারা তথ্য সংগ্রহ করে।

এর মধ্যে রয়েছে:

- আপনার উৎসের পরিচয় গোপন রাখা, সেই তথ্য নিরাপদে সংরক্ষণ করা, এবং যতদূর সম্ভব, তথ্যটিকে তার উৎসে ফেরত পেতে সক্ষম হওয়া।
- বিশেষ তথ্যের জন্য ক্ষতিগ্রস্থদের বা সাক্ষীদের জোর করা থেকে বিরত থাকা।
- আদালতের যেকোন তদন্তকারীদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্থদের বা সাক্ষীদের পুনরায় সাক্ষাৎকার নিতে হবে এবং পুনরায় ট্রমাটাইজেশন বা পরস্পরবিরোধী বিবৃতির ঝুঁকি কমানোর উপায় খুঁজে বের করতে হবে।
- তথ্য সরবরাহ করে এমন কারও কাছ থেকে অবহিত পূর্বক সম্মতি গ্রহণ করা, এবং তাদের জানিয়ে দেওয়া যে তথ্যটি অন্য পক্ষকে দেওয়া হয়েছে যা পরে এটি আদালতে সরবরাহ করতে পারে। এটা সম্ভব যে এই ধরনের তথ্য শেষ পর্যন্ত একটি বিচারে প্রতিরক্ষার সময় প্রকাশ করা যেতে পারে।
- আপনার কর্মী বা তথ্য সংগ্রহকারী স্বেচ্ছাসেবকদের শারীরিক নিরাপত্তা এবং মানসিক সুস্থতার কথা বিবেচনা করা

তথ্য প্রদান করেন এমন ব্যক্তিদের প্রত্যাশা পরিচালনা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, কোন মিশন বা প্রক্রিয়া কোনটিই আদালত নয়, এবং তাই তারা নিজেদেরকে ফৌজদারি বিচারের ফলাফল দেবে ন

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) হলোএকমাত্র স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত যা সবচেয়ে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তদন্ত, এবং বিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম সংবিধি (রোম সংবিধি) আইসিসি প্রতিষ্ঠা এবং আইসিসির এখতিয়ার নির্ধারণ উভয়ই করেছিল। পরিপূরকতার অর্থ হলো যে জাতীয় আদালতগুলি আন্তর্জাতিক অপরাধের তদন্ত ও বিচার করার প্রাথমিক এখতিয়ার রাখে, তবে যেখানে রোম সংবিধিবদ্ধ দেশ মামলার শুনানি করতে 'সত্যিই অনিচ্ছুক বা অক্ষম' সেই ক্ষেত্রে আইসিসি শুনানি করতে পারে। আইসিসি-এর বিশেষ কার্যালয় রয়েছে যা ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদান এবং ভুক্তভোগীদের মামলায় অংশগ্রহণে সহায়তা করার জন্য নিবেদিত।

আইসিসি কে বোঝা

আইসিসি চারটি অঙ্গ নিয়ে গঠিত: প্রেসিডেন্সি, চেম্বারস, অফিস অফ প্রসিকিউটর (ওটিপি), এবং রেজিস্ট্রি। এই অঙ্গগুলি ছাড়াও, রাজ্যের দলগুলির সমাবেশ (বা যে সকল দেশ রোম সংবিধিতে সম্মত হয়েছে) এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ট্রাস্ট ফান্ড রয়েছে।

১ জুলাই ২০০২ এর পরে সংঘটিত অপরাধের সাথে সম্পর্কিত মামলাগুলি আইসিসি শুনতে পারে। রোম সংবিধিতে সংজ্ঞায়িত, এই অপরাধগুলির মধ্যে রয়েছে:

- 'গণহত্যা', বা নির্দিষ্ট কিছু কাজ, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, একটি জাতীয়, জাতিতত্ত্বমূলক, জাতিগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে;
- 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ', বা কোনো বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত ব্যাপক বা পদ্ধতিগত আক্রমণের অংশ হিসেবে কিছু কাজ;
- 'যুদ্ধাপরাধ', বা কিছু কিছু কাজ যা জেনেভা কনভেনশনের গুরুতর লঙ্ঘন এবং যুদ্ধের আইনের অন্যান্য গুরুতর লঙ্ঘন ; এবং
- 'আগ্রাসন', বা জোরপূর্বক দখল, সামরিক দখল, এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে সংযুক্তিকরণ, বন্দর বা উপকূল অবরোধ সহ কাজ।

অপরাধমূলক আচরণ অন্ততপক্ষে একটি রাষ্ট্রপক্ষের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে হতে হবে।

আইসিসির সাথে জড়িত হওয়ার আগে সিভিল সোসাইটি কী বিবেচনা করতে পারে?

নাগরিক সমাজের জন্য আইসিসির সাথে যুক্ত হওয়ার বেশ কিছু সুযোগ রয়েছে।

- নাগরিক সমাজ যে কোনো সময় ওটিপি (OTP) কে তথ্য প্রদান করতে পারে। এখানে যোগাযোগের জন্য কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। যদিও, তাত্ত্বিকভাবে, তথ্য প্রাপ্ত হলে ওটিপি (OTP) জমাকারীকে অবহিত করবে তবে বাস্তবে ওটিপি (OTP) -এর প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষমতা নাও থাকতে পারে। ওটিপি (OTP) এই তথ্য বিবেচনা করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।
- যেসব ক্ষেত্রে প্রসিকিউটর তদন্ত শুরু করার ইচ্ছা ঘোষণা করেন, ভুক্তভোগীরা আইনি প্রতিনিধিদের (রোম সংবিধি অনুচ্ছেদের 15(3)) মাধ্যমে আদালতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, ব্যক্তিদের অবশ্যই আইসিসি রুলস অফ প্রসিডিউর অ্যান্ড এভিডেন্সের নিয়ম 85-এ সংজ্ঞায়িত কিছু মানদণ্ড পূরণ করতে হবে।
- আইসিসি নাগরিক সমাজের কাছ থেকেও সাহায্য চাইতে পারে (রোম সংবিধি অনুচ্ছেদ 44)। তবে এই সহায়তার জন্য আইসিসি (ICC) বা ওটিপি (OTP) কোন অর্থও প্রদান করেনা
- অবশেষে, যদি তদন্ত ফৌজদারি কার্যধারার দিকে এগোয়, তাহলে সুশীল সমাজ আদালতের কাছে *অ্যামিকাস কিউরি,* বা 'ফ্রেন্ড অফ দ্য কোর্ট' ব্রিফ নামে নির্দিষ্ট বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আইনি দাখিলের অনুমতি চাইতে পারে।

জড়িত হওয়ার আগে, সুশীল সমাজের নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা কার্যকরী হতে পারে:

- আইসিসির সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য কী? এটা কি ভুক্তভোগীদের আদালতের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করার জন্য? এটা কি ওটিপি (OTP) তে তথ্য প্রদান করার জন্য? এটা কি একজন *অ্যামিকাস কিউরি* হিসেবে আইনি মতামত দেওয়ার জন্য?
- আদালতের সাথে জড়িত কোন অঙ্গ বা অফিস আমাদের সেই লক্ষ্যে সহায়তা করবে?

ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস (ICJ)

ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস (**ICJ**) দেশগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নে, বিশেষ করে চুক্তি সংক্রান্ত, বিষয়ে মতামত ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

ICJ আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতার জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ এটি এমন মামলার শুনানি করতে পারে যে *নির্যাতনের বিরুদ্ধে সম্মেলন* এবং *গণহত্যা সম্মেলনের আওতায় থাকা বাধ্যবাধকতা যে দেশগুলি লঙ্ঘন করে।* ICJ এর ক্রমশ ধারাবাহিক অস্থায়ী ব্যবস্থা রয়েছে-দলের অধিকার রক্ষার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ গঠন করা হয়েছে-যেটি কোনও বিষয়ে বা তার নিজস্ব কাজে দলগুলির দ্বারা অনুরোধ করা যেতে পারে। অতিরিক্ত, এটি অস্থায়ী ব্যবস্থার নিয়মকানুন মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষণের জন্য বিচারকদের একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করেছে।

ICJ কে বোঝা

ICJ হলো জাতিসংঘের বিচার বিভাগীয় অঙ্গ (UN সনদের চ্যাপ্টার XIV)। জাতিসংঘের সকল সদস্য *আন্তর্জাতিক আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের* (**ICJ সংবিধি**) সংবিধি অধিনস্তস্ত। ICJ এর সংবিধির অধীনে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা আছে এমন দেশগুলির সম্পর্কে উল্লেখিত বিরোধগুলি শোনার এখতিয়ার রয়েছে, যেমন একটি দেশ যখন একটি চুক্তির অংশ হয়ে যায় তখন বাধ্যবাধকতাগুলি মেনে নেয়।

ICJ-এর সামনে দুই ধরনের বিষয় রয়েছে:

> **পরামর্শমূলক কার্যক্রম** হচ্ছে জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাগুলির জন্য আইনি সমস্যায় ICJ-এর কাছে অনুরোধ করার সুযোগ। পরামর্শমূলক মতামত বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু আদালতে কীভাবে নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতা ব্যাখ্যা করবে সেই ব্যাপারে তারা নির্দেশনা দিতে পারে।
>
> **বিতর্কিত মামলা** হচ্ছে দেশগুলির মধ্যে চলাকালীন মামলা; শুধুমাত্র দেশগুলি আদালতে মামলার পক্ষ নিতে পারে (ICJ সংবিধি অনুচ্ছেদ 34(1))। এই মামলাগুলিতে আঞ্চলিক এবং সামুদ্রিক সীমানা বিরোধ এবং চুক্তির ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যদিও ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তগুলি একটি বিতর্কিত মামলায় যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই, তবে সিদ্ধান্তটি মামলার পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক।

অন্যান্য জটিল বিচারিক সংস্থার মতো, ICJ-এর বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘ। মামলাগুলো বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়।

আইসিসির সাথে জড়িত হওয়ার আগে সিভিল সোসাইটি কী বিবেচনা করতে পারে?

The ICJ's mandate does not require it to engage with civil society. উপরন্তু, এর সংবিধি, বিধি, এবং অনুশীলনের দিকনির্দেশগুলি নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণের জন্য শুধুমাত্র সীমিত সুযোগ প্রদান করে।

সুশীল সমাজ কিভাবে ICJ-এর সাথে যুক্ত হতে পারে কার্যবিবরণীটি তা নির্দেশ করে।

পরামর্শমূলক কার্যক্রমে, ICJ শুধুমাত্র একবারই সুশীল সমাজকে সরাসরি কার্যক্রমে জড়িত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। তা সত্ত্বেও, আদালতের অনুশীলন নির্দেশনা XIIএর অধীনে, নাগরিক সমাজ কর্তৃক কোর্ট রেজিস্ট্রারেরমাধ্যমে প্রদত্ত নথিগুলি, দেশ এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলির ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাবে। এসব নথি মামলার অন্তর্ভুক্ত হবে না, যদিও।

বিতর্কিত ক্ষেত্রে, ICJ সংবিধি অনুচ্ছেদ ৫0 আদালতকে, তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, একটি প্রাসঙ্গিক নাগরিক সমাজ সংস্থার কাছ থেকে একটি বিশেষ তথ্যের জন্য অনুরোধের অনুমতি দেয়। তবে, যদি বিশেষ সহায়তার জন্য অনুরোধ করা হয়, তবে এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে আদালত অর্থ দিয়ে এ ধরনের সহায়তা প্রদান করে না।

সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ কম থাকলেও সুশীল সমাজের প্রতিবেদন এখনও গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হল ICJ বিচারকদের দলগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে যে তথ্য প্রদান করেছে তার বাইরে গিয়ে বিবেচনায় করার মতো বিচক্ষণতা রয়েছে (দেখুন*নিকারাগুয়া* [30] দেখুন)। সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে (155 এ), এতে প্রকাশ্যে ওকালতি রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা রেজিস্ট্রারের কাছে বিশেষভাবে জমা দেওয়া হয়নি। নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোও দেশগুলোকে সরাসরি সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করতে পারে। দেশগুলিতে অ্যাডভোকেসির ফলে কোনও মামলা শুরু করতে উৎসাহিত করতে পারে। একটি চলমান মামলায়, মামলার পক্ষগুলিকে প্রদত্ত তথ্য আবেদন জানাতে সাহায্য করতে পারে।

সার্বজনীন বিচারিক এখতিয়ার

ক্রমবর্ধমানভাবে, আন্তর্জাতিক অপরাধের উপর সার্বজনীন বিচারের এখতিয়ার প্রয়োগকারী জাতীয় বিচার বিভাগগুলি এমন ক্ষেত্রে বিচার করে দায়মুক্তি রোধ করতে সহায়তা করতে পারে যেখানে সংশ্লিষ্ট দেশ তা করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম। এটি উপরে আলোচিত পরিপূরকতার নীতির সাথে সম্পর্কিত: *জাতীয়* বিচার বিভাগগুলি আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারের জন্য প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা *আন্তর্জাতিক* ব্যবস্থা আইসিসিকে-একটি 'শেষ অবলম্বন' হিসাবে সাথে রাখে।

'সার্বজনীন বিচারিক এখতিয়ার' বোঝা

যখন একটি দেশের আদালত সার্বজনীন বিচারিক এখতিয়ার প্রয়োগ করে, এর মানে হল যে আদালত যে দেশে বসে সেই দেশের ভূখণ্ডের বাইরে সংঘটিত অপরাধের সাথে যুক্ত অ-নাগরিকদের একটি মামলা শোনার জন্য একটি আইনি ক্ষমতা ব্যবহার করছে যেখানে আদালত বসে এবং যেখানে এই অপরাধগুলি অন্যান্য অ-নাগরিকদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল। এটি প্রায়শই এই বিশ্বাসের সাথে বিচার করা হয় যে কিছু অপরাধ এতই জঘন্য যে তাদের যে কোনও জায়গায় বিচার করা উচিত। এ ধরনের অপরাধের মধ্যে রয়েছে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ। সার্বজনীন বিচারের এখতিয়ারের অনুশীলন হ'ল দেশীয় আদালতে আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য ফৌজদারি জবাবদিহিতা চাওয়ার একটি উপায়।

সার্বজনীন এখতিয়ারের অধীনে মামলা করার ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ কী বিবেচনা করতে পারে?

সমস্ত আদালতের মামলার মতো, কোনও বিষয়কে সর্বজনীন বিচারের এখতিয়ারের আওতায় আনার সময় সাফল্যের নিশ্চয়তা নেই। আইনি পরামর্শ নেওয়া খুবই জরুরি। বাস্তববাদী হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বজনীন এখতিয়ারের অধীনে একটি মামলা অনুসরণ করতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে তা স্বীকৃতি দেওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় মামলা পরিচালনা করা সম্ভব হয়না; যদি তারা তা করে, তবে তারা দোষী হিসবে সাব্যস্ত করে রায় নাও দিতে পারে।

যাইহোক, সার্বজনীন এখতিয়ারের অধীনে একটি মামলা কোথায় নিয়ে আসতে হবে,এটি বিবেচনাগুলি করতে সাহায্য করতে পারে:

- **দেশের অভ্যন্তরীণ আইন সার্বজনীন এখতিয়ারের অনুমতি দেয় এবং আন্তর্জাতিক অপরাধকে এর অন্তর্ভুক্ত করে কিনা।** যদিও অনেক ইউরোপের দেশ যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং গণহত্যার জন্য তাদের জাতীয় আইনে সার্বজনীন এখতিয়ারের বিধান রয়েছে, এশিয়ার দেশগুলি শুধুমাত্র জেনেভা কনভেনশনের অধীনে 'গুরুতর লঙ্ঘনের ' মত কিছু কাজের জন্য সর্বজনীন এখতিয়ারের অনুমতি দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- দেশটি **জেনেভা কনভেনশন**, **তাদের অতিরিক্ত প্রোটোকল**, **এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে কনভেনশনের** মতো **নির্দিষ্ট চুক্তিগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে কিনা।** কারণ এই চুক্তিগুলিতে নির্দিষ্ট চুক্তির আওতাভুক্ত অপরাধের অভিযুক্ত অপরাধীকে 'প্রত্যর্পণ বা বিচার' করার বাধ্যবাধকতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সচেতন থাকুন যে এই বাধ্যবাধকতাটি এমন এখতিয়ার *তৈরি করে না* যার মাধ্যমে একটি আদালত অপরাধীকে বিচার করতে পারে, তবে এটি মামলা পরিচালনাকে আরও বেশী সম্ভব করতে পারে।
- **দেশের আদালত ও বিচারকদের আন্তর্জাতিক ফৌজদারি বিষয়ে পরিচিতি বা অভিজ্ঞতা এবং জটিল মামলার তদন্তের সক্ষমতা আদালত, বিচারকদের বা পুলিশের আছে কিনা** উদাহরণস্বরূপ,ইউরোপের কিছু দেশে মামলা প্রস্তুত এবং যুদ্ধাপরাধের বিচারে সহায়তা **করার জন্য** বিশেষায়িত ইউনিট **রয়েছে।**
- **সার্বজনীন এখতিয়ার ভুক্ত বিচারিক কাজ প্রয়োগের জন্য দেশীয় রাজনৈতিক ইচ্ছা আছে কিনা।** কিছু দেশ যারা সার্বজনীন বিচার কাজের অনুমতি দেয় তবুও অ্যাটর্নি জেনারেলের মতো দেশের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তাকে অবশ্যই বিচার কাজের অনুমোদন দিতে হবে। একইভাবে, যেহেতু সার্বজনীন বিচারিক কাজের এখতিয়ারভুক্ত মামলাগুলি জটিল এবং দীর্ঘ, তাদের জন্য দীর্ঘ পরিসরে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।
- **আন্তর্জাতিক তদন্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রমাণের দেবার সুযোগ রয়েছে কিনা** যা ইতিমধ্যে বিচারিক কাজের অনুরোধকে বৈধতা দিয়েছে বা কেস ফাইলগুলি সংকলনের জন্য সম্পদের প্রয়োজনীয়তাকে কমিয়ে দিয়েছে।
- **অন্য কোথাও আর কোনও সক্রিয় মামলা রয়েছে কিনা এবং** মামলাটি কী আইনি 'ফাঁক' পূরণ করছে তা স্পষ্ট হচ্ছে।
- **অভিযুক্ত দেশের ভূখণ্ডে উপস্থিত থাকতে পারে কিনা, বা উপস্থিত থাকার পরিকল্পনা করছে কিনা।** অভিযুক্ত শারীরিকভাবে দেশের ভূখণ্ডের মধ্যে না থাকলে সর্বজনীনভাবে বিচার কাজ প্রয়োগ করা যেতে পারে কিনা তা নিয়ে মতামত এবং চর্চা করার বিষয়টি বিভক্ত। অভিযুক্ত অনুপস্থিত থাকলে কিছু দেশ মামলার কাজ শুরু করার অনুমতি দেয়, কিছু দেশে অভিযুক্তকে 'স্বেচ্ছায়' তার ভূখণ্ডে থাকতে হয়। নির্বাসনের কারণে উপস্থিতি থাকলে ‘স্বেচ্ছায়' এর আওতাভুক্ত হবে না।

টুলকিট সম্পর্কে

এই টুলকিটটি এশিয়া জাস্টিস কোয়ালিশন সচিবালয় দ্বারা এশিয়া জুড়ে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের3 জন্য পরিচালিত কয়েক সপ্তাহের প্রশিক্ষণের ফলাফল।

এই অনুবাদটি ইংরেজিতে প্রদত্ত টুলকিটের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এবং এখানে পাওয়া যায়।

কোয়ালিশন সম্পর্কে

২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এশিয়া জাস্টিস কোয়ালিশনের উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের গুরুতর লঙ্ঘন এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের কম গুরুতর লঙ্ঘনের জন্য ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এশিয়াতে আইনি দৃশ্যপটের উন্নতি সাধন করা। কোয়ালিশন এই অঞ্চলে কর্মরত স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজের সংস্থাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্পদ-ভাগাভাগি এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ করে। ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতার সাথে সম্পর্কিত হয়ে যৌথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ এবং সম্মিলিত ওকালতির মাধ্যমে জড়িত হয়ে এর কাজ সম্পন্ন হয়।

ওয়েবসাইট | টুইটার | ফেইসবুক | লিংকডইন